দৈনিক ইনকিলাব

১০২

তারিখ ... 20 FEB 1997 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩....

যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

মাননান মুনশী

বিস্মিত হওয়ার মত খবর। খবর এই যে, দেশের ৫ হাজার ৬শ' ৯৩টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এই তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রণীত এক রিপোর্টে হাজার হাজার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার এই তথ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন। একে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে অনেক আগেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে স্কুলই নেই সেখানে সহজে কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আলো পৌছাবে? প্রায় ৬ হাজার গ্রামের কোনো শিশুই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না, এমন নয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর স্কুলগুলোতে নিশ্চয়ই শিশুদের একাংশ পড়াশুনা করে। কিন্তু সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সহজ, অবাধ ও নিশ্চিত সুযোগের জন্য প্রতি গ্রামেই অন্ততঃ একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা উচিত। যেসব গ্রামে এই বিদ্যালয় নেই, সেসব গ্রামের শিশুদের একটা বড় অংশ যে, এই একটি মাত্র কারণে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ রাখে না। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় প্রতিগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের কথা আমরা শুনেছি। এই অঙ্গীকার যে যথাযথভাবে পালন বা পূরণ করা হয়নি ৬ হাজারের কাছাকাছি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার তথ্য সে সত্যই প্রমাণ করে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ৩৮ হাজার ৭শ' ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আর রেজিস্ট্রেশনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১৯ হাজার ৯শ' ৮৪টি। রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় আছে আরও ৫ হাজার বিদ্যালয়। সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ হাজার ৬শ' ৯৪টি। দেশে মোট গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রতি গ্রামে ১টি করে প্রামিক বিদ্যালয় হলেও এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৮ হাজার। গ্রামের বাইরেও রয়েছে বহু ছোট-বড় শহর। এসব শহরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে।

বলা বাহুল্য, সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাইলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামসহ শহরগুলোতে চাহিদা মাফিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে আলোচ্য খবরটিতে জানানো হয়েছে, সরকার আগামী ৫ বছরে ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২০ হাজার স্যাটেলাইট স্কুল তৈরী করবে। এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও শুভ ফলাফল সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু একটি প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রশ্নটি হলো দেশে যে ২১ হাজারের মত এফতেদায়ী মাদ্রাসা আছে, সেগুলোর অবস্থান বা ভবিষ্যৎ কি হবে? এফতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো বিকল্প প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে অনেক আগেই সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু আজও এগুলোর সরকারীকরণ করা হয়নি। এমনকি এর শিক্ষকদের নিয়মিত সরকারী বেতন-ভাতা প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। এফতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। এসব মাদ্রাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ছাড়াও আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এফতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো যুক্ত করলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজারে দাঁড়ায়। এর অতিরিক্ত খুব বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বর্তমানে দেশে আছে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় এফতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে।